

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)
www.brri.gov.bd

পরিচিতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষি বাঁচাব সরকারের শাসনামলে Bangladesh Rice Research Institute Act 1973 (Act No X of 1973) এর বলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) রাজধানী ঢাকার অদূরে জয়সেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুষ্টিমান সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল ধান জাত ও লাগসই প্রযুক্তি ও কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য। দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটির ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, ভাঙ্গা, সাতক্ষীরা ও সোনাগাজীতে এসব আঞ্চলিক কার্যালয় অবস্থিত। বর্তমানে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৬৭৮টি পদে মোট ৬০২ জন বিজ্ঞানি, কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োজিত রয়েছেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ব্রি'র স্টল পরিদর্শন

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সাড়ে চার বছরে এ প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সাফল্য :

□ নতুন জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ

● ইনব্রিড জাত: ১২টি

- ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ (আকস্মিক বন্যা সহনশীল জাত);
- ব্রি ধান ৫৩ ও ব্রি ধান ৫৪ (আমন মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত);
- ব্রি ধান ৫৫ (মধ্যম মানের লবণাক্ততা, খরা এবং শীত সহনশীল জাত);
- ব্রি ধান ৫৬ এবং ব্রি ধান ৫৭ (খরা সহনশীল আগাম জাত)
- ব্রি ধান ৫৮, ব্রি ধান ৫৯, ব্রি ধান ৬০ (অনুকূল পরিবেশে চাষাবাদ উপযোগী বোরো ধানের জাত)
- ব্রি ধান ৬১ (লবণাক্ততা সহনশীল বোরো ধানের জাত)
- ব্রি ধান ৬২ (জিকে সমৃদ্ধ স্বল্প জীবনকালীন রোশা আমন ধানের জাত)

● হাইব্রিড জাত: ২টি

- হাইব্রিড ধান ৩ এবং
- হাইব্রিড ধান ৪

□ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

পলমাছি পোকাকর প্রতিপালন ও জাত উন্নয়ন পদ্ধতির উদ্ভাবন

ত্রি ধান২৯ এ ভিটামিন এ উৎপাদনকারী জিন সরবরাহ

জিংক সমৃদ্ধ প্রক্রান্তিত বোরো ধানের জাত

: ১টি

ডিএনএ ফিলার খিচিং

: ১৪৮টি

মলা মোকাবেলাকরণ

: ১টি

ধান গাছের শারীরিক তত্ত্ব

: ৩টি

নতুন উদ্ভাবিত ধানের জন্য পটাশ সারের মাত্রা

: ১টি

পানি সেচ প্রযুক্তি

: ১টি

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মাজরা পোকাকর পরিণতি নির্ধারণ

: ১টি

ধানের জার্মপ্লাজম বৈশিষ্ট্যায়ন ও সংরক্ষণ

: ৬০৪০টি

□ প্রযুক্তি হস্তান্তর

কৃষক পর্যায়ে জাত বিস্তার

: ৫২৮০ জন কৃষক

৩টি ইউরিয়া প্রয়োগ

: ২০,০০০ জন কৃষক

এলসিসি এর প্রয়োগ

: ১০,০০০ জন কৃষক

৩টি ইউরিয়া প্রয়োগ সত্বের ব্যবহার

: ৫০০ জন কৃষক

এডব্লিউডি (AWD) প্রযুক্তির বিস্তার

: ১৫,০০০ জন কৃষক

ব্রিডার বীজ সরবরাহ

: ৪২৪.৬৬ টন

মানসম্মত বীজ সরবরাহ

: ৮৮.০৫ টন

ধানের পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

: ৪টি

ফসফরাস সারের বিকল্প হিসেবে মুরগীর বিষ্ঠার ব্যবহার

: ৫০০০ কৃষক

শস্য বিন্যাস

: ৩টি

শস্য বিন্যাস ভিত্তিক সারের ব্যবস্থাপনা

: ২টি

নাবীতে ত্রি ধান৪৬ রোপণ

: ১টি

বন্যা সহিষ্ণু জাতে সার ব্যবস্থাপনা

: ১টি

ধান উৎপাদন প্রশিক্ষণ প্রদান

: ৩৭৩টি ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ২০/২৫ জন করে)

কৃষি যন্ত্রপাতি

: ৮টি

ধানের অগ্রগামী সারি/জাত নিয়ে সারা দেশে গবেষণা

: ৪৭ টি



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ত্রি'র স্টল পরিদর্শন

জনবল নিয়োগ

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা	: ৫৪ জন।
দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা	: ৬ জন।
তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী	: ৫৬ জন।
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী	: ৩৮ জন।
মোট	: ১৫৪ জন।

পদোন্নতি

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা	: ৭০ জন।
দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা	: ১৯ জন।
তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী	: ১৮ জন।
মোট	: ১০৭ জন।

কৃষি যন্ত্রপাতি উত্তাবন

পাণ্ডার টিশার

ছাদ সিডার লেভার

ত্রি ওয়েট এক্স ড্রাই ল্যান্ড উইভার

ত্রি হ্যান্ড রিগার

ত্রি প্লেট ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র

ষট্টিশত ত্রি ধান ও গম কাটার যন্ত্র উত্তাবন

মাটির পেনিট্রেশন রেজিস্ট্রেশন নির্ণয় করা

ত্রি'র যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে

ট্রাক্টর মাউন্টেড স্কাপার মডিকেশন করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে



মান্যবর মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ত্রি'র মাঠ পরিদর্শন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন
 ট্রোলভেনিক গ্রীণ হাউস নির্মাণ
 পল্লী বিদ্যুৎ স্টেশন স্থাপন
 ত্রি প্রধান কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন

কৃষি ও সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান

ত্রি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধান জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধি তথা খাদ্যে স্বরসংস্পূর্ণতা অর্জনসহ কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। বিভিন্ন মৌসুমের জন্য উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ধান জাত চাষাবাদের ফলে কৃষকদের ফুলনামূলকভাবে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ধান জাত উন্নয়নের এবং আবাদের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষের খাদ্যাভাব দূরীভূত হয়েছে। বিভিন্ন সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচ কমছে ও পরিবেশ সংরক্ষিত হচ্ছে।



নতুন জাত উদ্ভাবন